দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

20

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষক মাত্র একজন

আমি ঝিলবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি সভাপতি। এই স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা ছিল এক সময় ৪ জন। পরে ১ জন কমিয়ে শিক্ষক রাখা হয় তিনজন। এর বিগত আগস্ট '৯২ মাসে আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ অন্যত্র বদলী করে দিয়েছেন। অতঃপর সেপ্টেম্বর '৯২ মাসে সহকারী প্রধান শিক্ষককে খুলনা উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে কর্তৃপক্ষ নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে এ স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক কর্মরত আছেন।

স্কুলে শিক্ষক চাইলে থানা শিক্ষা অফিসার সাহেব বলেন, "যে শিক্ষক আপনার স্কুলে যেতে ইচ্ছুক তাকে দরখাস্ত করতে বলেন"। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০/২০০ জন এবং এলাকার জনসংখ্যা ২,৫০০-এর অধিক। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র বিদ্যমান। আমি নিজ খরচে আধা পাকা বিল্ডিং দোতলা ফাউণ্ডেশন দিয়ে বহু টাকা ব্যয় করে বিদ্যালয় গৃহটি তৈরী করে দিয়েছিলাম এলাকার শিশুদের শিক্ষাদানের নিমিত্তে। কিন্তু শিক্ষক অভাবে বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

শিশু শ্রেণীসহ ছয়টি শ্রেণীতে কিভাবে একজন শিক্ষক শিক্ষাদান করতে পারে তা কর্তৃপক্ষই ভাল বোঝেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন। অথচ আমাদের বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক দ্বারা কিভাবে শিশুদের শিক্ষাদানের কাজ চলতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এলাকার শিশুরা সুশিক্ষা পাবে এ আশা নিয়েই আমরা জমি ও নিজের খরচে বিল্ডিং করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আশা আজ ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে।

সে মতে যাথযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে আকুল আবেদন, যাতে এ স্কুলে আরও দু'জন দক্ষ শিক্ষক পেতে পারি তার বিহিত বিধান করতে মর্জি হয়।

—আলহাজ্ব মাওঃ নুরুল ইসলাম,